Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

সোমবার the ২৫ day of সেপ্টেম্বর**, ২০২৩**

Other Suit No. ৮৯ / ২০১৪

মোঃ শফিক মরনে তৎ ওয়ারীশ ও অন্যান্য গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

বাংলাদেশ সরকার গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৩/০৬/২০২৩ খ্রিঃ, ২৪/০৭/২০২৩ খ্রিঃ, ২৮/০৮/২০২৩ খ্রিঃ ও ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব অনুপম নাথ Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ জমিউর আলম Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী জুলধা মৌজার আর এস ১০৬০ নং খতিয়ানের ৭৬২৮ নং দাগের সম্পত্তির মূল মালিক ছিল নজির আহম্মদ, নূর আহম্মদ ও ছালে আহম্মদ। আর এস খতিয়ান তাদের নামে ছড়ান্ত প্রচার আছে। অংশ মতে প্রত্যেকে ১১ শতক করে মালিক ছিল। নজির আহম্মদ বিগত ২০/০৪/১৯৫৪ ইং তারিখের ২৫৩৬ নং কবলামুলে ১০ শতক ভুমি ভ্রাতা ছালে আহম্মদ বরাবর হস্তান্তর করেন। নজির আহম্মদের অবশিষ্ট ভুমি ৫/৯/১৯৫৫ ইং তারিখে ছালে আহম্মদ খরিদ করেন। আর এস রেকর্ডী নূর আহম্মদ ১০ শতক ভুমি

০৭/০৬/১৯৬২ ইং তারিখে দানপত্র মূলে স্ত্রী আবেদা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। আবেদা খাতুন উক্ত ভূমি ২৯/০৩/৬৫ ইং তারিখে ছালে আহম্মদ বরাবর বিক্রয় করেন। আবেদা খাতুন নিঃসন্তান মারা যান। নূর আহম্মদ নিঃ সন্তান মরনে তৎ অবশিষ্ট ১ শতক ভূমি ভ্রাতা ছালে আহম্মদ প্রাপ্ত হন। এভাবে ছালে আহম্ম রায়তী ও খরিদ সূত্রে ৩৩ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার থাকেন। ছালে আহম্মদ মরনে ১-৩ নং বাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমা থাকে। নালিশী নাল ভূমিতে বাদীগণ ধান চাষাবাদে ভোগদখল করে আসছেন। বাদীগণ ১৩৯৬ সন পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করেছেন। সম্প্রতি বাদীগণ স্থানীয় তহসিল অফিসে নালিশী জমির খাজনা পরিশোধ করতে গেলে বি এস খতিয়ান ভুল হওয়ায় তহসিলদার খাজনা নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বাদীকে অবগত করে যে, নালিশী ভূমি বিগত বি এস জরিপ আমলে বি এস ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হয়। বাদী বিগত ১৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং বি এস রেকর্ড বাদীগনের নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে অবগত হন। বি এস জরিপ আমলে ভুলক্রমে নালিশী সম্পত্তির বি এস রেকর্ড বাদীগনের পরিবর্তে ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হয়। নালিশী তফসিলের ভূমি বি এস খতিয়ানে ভুল ও অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হওয়ায় বাদীদের স্বত্বে মেঘাবরণ পড়েছে যেকানে বাদীপক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে ১ নং বিবাদী সরকার পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে

নালিশী ভূমি কর্নফুলী উপজেলাধীন জুলধা মৌজাস্থিত। জুলধা মৌজার আর এস ১০৬০ নং খতিয়ানের আর এস ৭৬২৮ দাগের সামিল বি এস ১ নং খতিয়ানের ৯৭৪৭ দাগের ১৩ শতক ভূমি সরকারী ১ নং খাস খতিয়ান বাংলদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার (ভূমি) চট্টগ্রাম এর নামে ছড়ান্ত প্রচার আছে। তৎমতে সরকারে ৮ নং রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ হয়। নালিশী ভূমি তামাদির উর্ধ্বকাল যাবত সরকারের শাসন সংরক্ষনে আছে। নালিশী ভূমিতে বাদীদের কোন স্বত্ব নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমা খরচা সহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোহাম্মদ রফিক (P.W.1)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০১ জন সাক্ষী ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা আহম্মদ নূর (D.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন।

২ নম্বর বাদী **মোহাম্মদ রফিক (P.W.1)** এবং ১ নম্বর বিবাদীপক্ষে ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা **মোঃ আহম্মদ নূর (D.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। জুলধা মৌজার আর এস **১০৬০** নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী **১**
২। জুলধা মৌজার বি এস **১** নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। খাজনার দাখিলা আসল	প্রদর্শনী-৩
৪। ২০/০৪/**১৯৫৪** ইং তারিখের ২৫৩৬ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-৪
৫। ০৫/০৯/**১৯৫৫** ইং তারিখের ৪০৬**১** নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-৫
৬। ০৭/০৬/**১৯৬২** ইং তারিখের ৩৬৬৯ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৬
৭। ২৯/০৩/**১৯৬৫** ইং তারিখের **১**৩৭৬ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-৭

অপরদিকে, বিবাদীপক্ষ তাহার পক্ষে ক্ষমতা অর্পণ পত্র প্রদর্শনী-ক দাখিল করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে মৌরসীসূত্রে স্বত্ববান ও ভোগদখলবার নিয়ত আছেন। তফসিলোক্ত সম্পত্তির কখনো খাজনা বা কর বাকি ছিল না বা কোন প্রকার অধিগ্রহন বা নিলাম বিক্রি হয়নি। বাদীগণ জমির খাজনা পরিশোধ করতে গেলে সর্বপ্রথম বি এস খতিয়ান ভুল থাকার বিষয়টি জানতে পারেন। পরে অবগত হন যে, সর্বশেষ জরিপ আমলে নালিশী ভুমি বি এস ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হয়। বাদী বিগত ১৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্র করে বাদীগনের নামে বি এস খতিয়ান সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে অবগত হন। বিগত ১৪/০৮/২০১৪ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ০১/০৯/২০১৪ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

P.W.1 কৃর্তক দাখিলীয় নালিশী আর এস ১০৬০ নং খতিয়ানের সি.সি (**প্রদর্শনী- ১)** হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানের নালিশী আর এস ৭৬২৮ দাগের ৩৩ শতক ভুমির মালিক ছিল যথাক্রমে নজির আহম্মদ, নূর আহম্মদ ও সালেহ আলহম্মদ। হামিদ আলীর নাম উক্ত খতিয়ানে থাকলেও তিনি বেষ্ঠিত মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অংশনানুসারে নজির আহম্মদ গং প্রত্যেকের প্রাপ্ত ভুমির পরিমান হয় ১১ শতক। বাদীপক্ষের দাখিলীয় কবলা প্রদর্শনী-৪ ও প্রদর্শনী-৫ হতে প্রতীয়মান হয়, নজির আহম্মদ ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সনে দুই কবলায় সম্পূর্ণ ১১ শতক ভুমি ছালে আহম্মদ বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে আর এস রেকর্ডী নূর আহম্মদ ১০ শতক ভুমি ০৭/০৬/১৯৬২ ইং তারিখে দানপত্র মূলে স্ত্রী আবেদা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৬ দ্বারা উক্ত হস্তান্তরের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রদর্শনী-৭ হতে প্রতীয়মান হয় আবেদা খাতুন উক্ত ভুমি ২৯/০৩/৬৫ ইং তারিখে ছালে আহম্মদ বরাবর বিক্রয় করেন। P.W.1এর সাক্ষ্যমতে নূর আহম্মদ ও আবেদ খাতুন নিঃসন্তান মরনে নূর আহম্মদের অবশিষ্ট ১ শতক ভুমি ভ্রাতা ছালে আহম্মদ প্রাপ্ত হয়। এরুপ আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে ছালেহ আহম্মদ খরিদ ও ওয়ারীশসূত্রে নালিশী আর এস ৭৬২৮ দাগের সমূদয় ৩৩ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ছালে আহম্মদ এর মৃত্যুতে বাদীগন উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান হন।

P.W.1এর সাক্ষ্যমতে, নালিশী ভুমি নাল ধানী জমি। ধান চাষাবাদে তারা ভোগদখলে আছেন। সরকারপক্ষের সাক্ষী D.W.1 নালিশী জমি যে ধানী জমি তা স্বীকার করেছেন। বিবাদীপক্ষ নালিশী জমি সরকারের শাসন সংরক্ষনে থাকার দাবি করলেও বাদীপক্ষ বিষয়টি অস্বীকার করেন। বাদীপক্ষের দাবি হলো নালিশী সম্পত্তি সরকারের নামে ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হবার বিষয়টি পূর্বে অবগত ছিলেন না। খাজনা পরিশোধ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম উক্ত বিষয়ে অবগত হন। অপরদিকে, বিবাদী সরকার পক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী ভুমি সরকারে খাস ভুমি হিসাবে স্থিত আছে। সরকারের নামে ১ নং খাস খতিয়ান হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। বাদীপক্ষে দাখিলী বি এস খতিয়ান নং-১ (প্রদর্শনী- ২) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বি এস ৯৭৪৭ নং দাগের ৩৩ শতক জমি ১ নং খাস খতিয়ানে বাংলদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার, চট্টগ্রাম এর নামে ছড়ান্ত প্রচার আছে। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে বিগত বি এস জরিপ আমলে জরিপ কর্মকর্তাগণ ভুলক্রমে উহা খাস ভুমি হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন। এদিকে সরকার বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী সম্পত্তি মালিক বিহীন পাওয়া যাওয়ায় তা খাস করা হয়। কিন্তু উক্ত কারনে যে নালিশী ভুমি খাস হয়েছিল তৎ সমর্থনে সরকারপক্ষ কোন দালিলিক প্রমান আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি। নালিশী জমি বিবাদীপক্ষ সরকারের দখল ও অনুশাসনে থাকার দাবি করলেও বাদীপক্ষ তা অস্বীকার করেছেন। সরকার নালিশী ভুমি অন্য কোন ব্যাক্তির অনুকুলে বন্দোবস্তো বা ইজারা দিয়েছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। বাদীপক্ষের সাক্ষীগনের বক্তব্য পর্যালোচনায় স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, নালিশী জমি খাস হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হলেও বর্তমানে বাদীপক্ষ ভোগদখলে আছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে, নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষ খরিদ ও ওয়ারীশসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার রয়েছেন। সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব স্বার্থ ও দখল বিদ্যমান আছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহা পরিস্কার যে, নালিশী ৩৩ শতক সম্পত্তি মূল আর এস রেকর্ডী ও তৎ ওয়ারীশগনের নিকট হতে খরিদ ও ওয়ারীশসূত্রে বাদীগণের পূর্ববর্তী ছালে আহম্মদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ছালে আহম্মদের মৃত্যুতে বাদীগণ নালিশী সম্পত্তির মালিক দখলকার হন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় প্রদর্শনী ১ ও প্রদর্শনী- ২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আর এস ৭৬২৮ নং দাগ সর্বশেষ ১নং বি এস খতিয়ানে ৯৭৪৭ নং দাগ হয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ বি এস খতিয়ানে মালিকের কলামে বাদীগনের পূর্ববর্তীর নামের পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার এর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কি কারনে উহা খাস খতিয়ানভুক্ত করা হয়েছে তা বিবাদীপক্ষ দালিলিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে মালিকের কলামে বাংলাদেশ সরকার এর স্থলে বাদীগনের পূর্ববর্তী ছালে আহম্মদ এর নাম রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি খাস হিসাবে বি এস -১ নং খতিয়ানে রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপর বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীগণের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্টে বাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে বি এস খতিয়ান না হয়ে তৎপরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার চট্টগ্রাম এর নামে খাস হিসাবে ১ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।